মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুৎ নিয়োগ পরীক্ষায় ৮ জনের কারাদণ্ড

অসৎ উপায়ে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার (এমআরসিএম) পদে নিয়োগ পরিক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে ৮ জনের ঠাই হলো শ্রীঘরে। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক তাদের তিন দিনের কারাদন্ডাদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জেল হাজতে।

দন্ডিতরা হলেন, দিনাজপুর জেলার পিরগঞ্জ উপজেলার ধুনোট গ্রামের গিরিশ চন্দ্র রায়ের ছেলে খগেন চন্দ্র রায়, একই জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ব্রাম্মনভিটা গ্রামের মোটা বাবুর ছেলে শ্যামল চন্দ্র বিশ্বাস, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ জেলার ধুবনী বাজার এলাকার নুরুন্নবীর ছেলে নুর মওলা, ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার পবহাটি পাড়া গ্রামের দিলীপ দেবনাথের ছেলে দিবস দেবনাথ, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার গুজুক গ্রামের মৃত মুন্নার ছেলে রফিকুল ইসলাম, শেরপুর জেলার সদর উপজেলার টাঙ্গারিপাড়া গ্রামের নাজিমুদ্দীনের ছেলে গোলজার হোসেন, নিলফামারী জেলার জলঢাকা দক্ষিণ বাগুনাপাড়া গ্রামের নুরুল হকের আরিফুল ইসলাম ও শেরপুর জেলা সদরের খানুয়াচারপাড়া গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে রাকিবুল হাসান সজীব।

গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্তরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের প্রত্যেককে তিন দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি বলেন, অসৎ উপায়ে অন্যের হয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এমআরসিএম পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে দঃবিঃ ১৮৬০ সালের ১৮৮ ধারার অপরাধে দোষি সাব্যস্ত করে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(২) মোতাবেক প্রত্যেককে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির আওতায় বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার (এমআরসিএম) ৭০ টি পদের বিপরিতে নিয়োগ পরিক্ষায় প্রায় সাড়ে ৬ হাজার আবেদনকারী অংশ নেন। এর মধ্যে অন্যের হয়ে অসৎ উপায়ে প্রক্সি দিতে এসেছিলেন দন্ডিতরা। গতকাল শুক্রবার

সকালে মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পল্লী বিদ্যুতের এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে দুজনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর গড়াই নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অপরাধে আক্তার হোসেন (৩৫) এবং সুমন শেখ (২৮) নামে দুজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের চর চাপড়া এলাকায় অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন।

আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আমিরুল আরাফাত। এসময় আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করে কুমারখালী থানা-পুলিশ।

দণ্ড পাওয়া মো. আক্তার উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের চর চাপড়া গ্রামের ছবেদ আলী মণ্ডলের ছেলে। আর সুমন শেখ একই এলাকার জামির শেখের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কুমারখালী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আমিরুল আরাফাত জানান, গড়াই নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অপরাধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে আক্তারকে ১৫ দিন এবং সমুনকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে প্রশাসনের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে যুবকে তিন দিনের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে গাঁজা সেবনের অপরাধে আকাশ নামের এক যুবকের তিন দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত আকাশ
(২১) উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের হারুনের ছেলে।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর শহরের হাউসপুর এলাকায় গাঁজা সেবনের সময় হাতেনাতে আকাশকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মেহেদি ইসলাম এ কারাদণ্ড দেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, সাজাপ্রাপ্ত আকাশকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুই যুবকের কারাদণ্ড, জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে মাদক সেবন করে মাতলামি করে সামাজিক অবক্ষয় করার অভিযোগে রিপন হোসেন ও রাসেল আহমেদ নামের ২ যুবককে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে জরিমান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

সাজাপ্রাপ্ত রিপন হোসেন সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মন্টু আলীর ছেলে এবং রাসেল আহমেদ মেহেরপুর শহরের শিশু বাগান পাড়ার ঝড়ুর ছেলে।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা চাঁদবিলে গ্রামে

ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে রিপন ও রাসেলকে ৩ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান বলেন, মাদকাসক্ত রিপন হোসেন ও রাসেল আহমেদ তাদের দোষ স্বীকার করায় তাদের এই সাজা দেওয়া হয়েছে।

মাদক সেবন করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে রিপন ও রাসেলকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমান আদালতে নেন মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

চুয়াডাঙ্গায় ভূয়া পরিক্ষার্থীকে এক বছরের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্নাস পরীক্ষায় প্রক্সি দেওয়ার অপরাধে শামীম আহম্মেদ তুষার নামে এক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজকেন্দ্র থেকে তাকে আটক করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত শামীম আহম্মেদ তুষার চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের মো. খোকনের পুত্র। ভ্রাম্যমাণ আলাদত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান নাঈমা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, এই কেন্দ্রে চুয়াডাঙ্গা

সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। এ পরীক্ষায় অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ও জীবননগর উপজেলার আবুুল কাশেমের ছেলে মো. শহীদুজ্জামান। তার রোল নম্বর ২০২৮১৭৭ ও নিবন্ধন ননম্বর ১৮২১৫০৩৯৪২৬। কিন্তু তার পরিবর্তে আগের টানা ৮টি পরীক্ষাসহ সোমবারে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাটিও দিচ্ছিলেন ভুয়া পরিক্ষার্থী শামীম আহম্মেদ তুষার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নজরে আসে। পরে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (শিক্ষা ও আইসিটি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান নাঈমা। সেখানে তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০-এর ৩ ধারা অনুযায়ী ভুয়া পরীক্ষার্থীকে এক বছরের জেল প্রদান করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও সহকারী কমিশনার সুমাইয়া জাহান নাঈমা বলেন, ‘তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় ভুয়া পরীক্ষার্থীকে জেল-জরিমানা করা হয়েছে। আর যিনি প্রকৃত পরীক্ষার্থী তাকেও শনাক্ত করা হয়েছে। তার ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ কলেজ কৃতর্পক্ষ নেবে।’

চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক মামুন অর রশিদ বলেন, অনার্স শেষ বর্ষের পরীক্ষায় ২১৫ নম্বর কক্ষে ইতিহাস বিভাগের শহীদুজ্জামান নামের এক পরীক্ষার্থীর পক্ষে শামীম আহম্মেদ তুষার নামে একজন প্রক্সি দিচ্ছিলেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষা চলাকালে তাকে শনাক্ত করেন। এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এক বছরের সাজা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষ মূল পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছি। এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করেছি।

গাংনীতে এক পোলিং এজেন্টের এক মাস কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে সাইদুল ইসলাম (৩৬) নামের এক পোলিং এজেন্টের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনীর চিতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার অপরাধে সাইদুল ইসলাম নামের ওই এজেন্টকে কারাদণ্ড প্রদান করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামিম।

দণ্ডিত সাইদুল ইসলাম ওই গ্রামের লস্কর শেখের ছেলে। তিনি একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্ট ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দণ্ডিত সাইদুল ইসলাম ভোটারদেরকে প্রভাবিত করায় তাকে আটক করেন প্রিজাইডিং অফিসার। পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও গাংনীর সহকারী ভূমি কমিশনার নাদির হোসেন শামিম আদালত বসিয়ে তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। দন্ডিতকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদকাসক্ত যুবককে কারাদণ্ড

মাদক সেবনের অভিযোগে হেলাল উদ্দিন নামের এক মাদকসেবিকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলাম।

দণ্ডিত হেলাল উদ্দিন সদর উপজেলার কালীগাংনী ভিটা পাড়া গ্রামের জহির উদ্দীনের ছেলে। সে এলাকার একজন চিহ্নিত মাদকসেবী।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকালের দিকে কালীগাংনী গ্রামে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই রায় দেন।

এর আগে এর আগে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে কালিগাংনী গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন অবস্থায় তাকে আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমান আদালতে নেয়া হয়।

সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, মাদক সেবনের কথা শিকার করায় তাকে ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়। দণ্ডিত হেলাল উদ্দিনকে বিকেলেই মেহেরপুর জেলা করাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদকাসক্ত যুবককে তিন মাসের কারাদণ্ড

মাদক সেবনের অপরাধে লালন শেখ নামের এক মাদকাসক্তকে ৩ মাসের বিনাশ্রম জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট।

বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম এই কারাদণ্ড ও জরিমানার আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত লালন শেখ মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ার আবুল কাশেমের ছেলে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ এর ৫ ধারায় তাকে ৩ মাসের জেল এবং ১শ টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে একটি টিম মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুনপাড়া এলাকা থেকে মাদক সেবন করার সময় লালন শেখকে আটক করেন।

পরে ভ্রাম্যমান আদালতে তাকে সোপর্দ করা হয়। বিকালেইদণ্ডপ্রাপ্ত

লালন শেখকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে আত্মহনন প্রচেষ্টাকারীর ও প্ররোচনাকারীর কারাদণ্ড

মেহেরপুরে বিষপানে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করায় রেক্সোনা নামের এক নারীকে ১ বছরের কারাদণ্ড এবং আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়াতে লালমনি খাতুন নামের অপর নারীকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

গতকাল সোমবার (২৮ আগষ্ট) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-২ গাংনী, মেহেরপুরের বিচারক তরিকুল ইসলাম এই রায় দেন। আদালত রায়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকারীকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং প্ররোচনাকারী হিসাবে তার মা লালমনি খাতুনকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমান, অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে আত্মহত্যার চেষ্টাকারীর শাস্তি দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারায় এক বছর কারাদণ্ড এবং আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনাকারীকে দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারা অনুযায়ী ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মোঃ মতিউর রহমানের ছেলে মোঃ মিজানুর রহমান একই গ্রামের প্রবাসী জিয়ারুল ইসলামের স্ত্রী মোছাঃ রেক্সোনা খাতুন এবং রেক্সোনার মা আরজ আলীর স্ত্রী মোছাঃ লালমনি খাতুন এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ১৯৩/৩০৯/৫০৬ (II) ১০৯ ধারায় ২০২২ সালের ২৮ এপ্রিল একটি মামলা দায়ের করে। মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও তিনজন সাক্ষীর স্বাক্ষর প্রমাণ শেষে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এই রায় দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, মামলার বাদী ও আসামিগণের বাড়ি একই গ্রামে। মামলার বাদী মোঃ মিজানুর রহমান মেসার্স মিজান গার্মেন্টস এন্ড হার্ডওয়ারের স্বত্বাধিকারী। মামলার এক নম্বর আসামি মোছাঃ রেকসানা খাতুন প্রবাসী জিয়ারুল ইসলামের স্ত্রী। প্রবাস থেকে জিয়ারুলের পাঠানো টাকা বিভিন্ন ভাবে অপব্যায় করে রেক্সোনা খাতুন। পরবর্তীতে রেক্সোনার স্বামী তার পাঠানো টাকার হিসাব চাইলে, মেসার্স মিজান গার্মেন্টস এন্ড হার্ডওয়ারের স্বত্বাধিকারী মিজানের কাছে টাকা জমা রাখার মিথ্যা গল্প সাজিয়ে ফাঁসানোর জন্য রেক্সোনা তার ফেসবুক আইডি থেকে টাকা পাবে বলে মিথ্যা প্রচারণা চালায়।২০২২ সালের ২০ এপ্রিল রেক্সোনা মামলার বাদী মিজানুর রহমানের কাছে ২ লক্ষ টাকা পাবে দাবী করে তার মা লালমনি খাতুনের ইন্ধনে মিজানুর রহমানের দোকানে এসে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকজন রেক্সোনা খাতুন কে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। এসময় রেক্সোনা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে।

মিজানুর রহমান উক্ত সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে ২০২২ সালের ২৩ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলন করে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবাদ দেওয়া সহ আদালতে মামলাটি দায়ের করে।

দামুড়হুদায় গণউপদ্রবের অপরাধে ঔষধ ব্যবসায়ীকে ৫ দিনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গণউপদ্রবের অপরাধে অভিযুক্ত এক ঔষধ ব্যবসায়ীকে ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

গতকাল রবিবার দুপুর ৩ টার দিকে উপজেলার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সামনে এঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ব্যক্তি দামুড়হুদা উপজেলার সদরে চিৎলা গ্রামের মোঃ হারুন সরদারের ছেলে মোঃ রিপন মাহমুদ (৩১)। তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মা

মেডিক্যালের স্বত্বাধিকারী ঔষধ ব্যবসায়ী।

জানাগেছে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রিপনের নিয়মিত গণউপদ্রবের কারণে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে অভিযোগ করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাসের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে আসেন তিনি। অভিযোগ যাচাইয়ের পর সত্যতা মিললে অভিযুক্ত রিপনকে দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর ২৯১ (গণউপদ্রব) ধারা অনুযায়ী ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থাকা ঔষধ ব্যবসায়ীরা অবরোধ করলে দ্রুততম সময়ে দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী আসেন। একপর্যায়ে ঔষধ ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেন ও স্বাভাবিকভাবে সবাইকে দোকানপাট খুলে ব্যবসা করার আহ্বান জানান।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আসিামকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতাল ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।